আত্মঘাতী রাজনীতি
নন্দিনী হোসেন

একুশ অগাস্টের বর্বর অমানবিক ঘটনা ঘটে যাবার পর চলে গেছে আর ও বেশ কিছু দিন।এখন যেন মনে হচ্ছে সবই আবার চলছে সেই গতানুগতিক ধারায়।এরকমটাই হয়ত চলতে থাকবে আর ও বড় ধরনের কিছু একটা ঘটার অপেক্ষায় !এসবই তো বার বার দেখে অভ্যস্ত হয়ে গেছি আমরা । যার জন্য আশা করার মত কিছু দেখছি না আপাতত।দুই দলের রাজনীতিবিদ আর তাদের অতি অনুগত কিছু বুদ্বিজীবি, যার যার অবস্থান আর দলীয় দৃষ্টিকোণ থেকে সব কিছু উঁদোর পিন্ডি বুদোর ঘারে চাপাতে ব্যস্ত এবং ইনিয়ে বিনিয়ে ঘাস খাওয়া আমজনতা কে বুঝাচ্ছেন নিজেদের বস্তাপঁচা কথামৃত। হায় ! স্বার্থ বড় বালাই কি না !

আমাদের রাজনীতিবিদ ও বুদ্ধিজীবিরা একটা বিশেষ প্রজাতির মানুষ বলে আমার বিশ্বাস ।দেশের আপামর জনগণ যে ভাষায় কথা বলে,যা কিছু সহজ ভাবে ,সরল বুদ্ধিতে আচঁ করতে পারে ,তা বুঝার ক্ষমতা যেন আমাদের তথাকথিত কান্ডারীদের নেই ।অথবা থাকলে ও, সব বুঝে ,না বুঝার ভান করায় তেনারা উস্তাদ।এইসব স্বঘোষিত মুনি-ঋষি রা যে কি বুঝেন আর কি বুঝাতে চান ,তাদের কথাবার্তা আচার-আচরণ দেখে, হাজারে হাজারে কথামৃত পড়ে,পথের দিশা পাওয়া আমাদের মতো দিশেহারাদের কর্ম নয়।আমরা আমজনতা শুধু জানি অবাক হতে,আর চেয়ে চেয়ে দেখতে।আর জানি এই সব মধুর বচন তেতো গেলার মত করে হজম করতে ।কারণ আমরা যে আমজনতা !মুখ্যু-সুখ্যু। কিচ্ছুটি বুঝি না । মহাজন যা বুঝাবেন,ঠিক যতখানি বুঝতে দিবেন ,তাই আমাদের মেনে নিতে হবে।মাথা নীচু করে হাত কচলে নীরবে সব সয়ে যেতে হবে ,গায়ে যতই বিঁছুটি লাগুক !

রাজনীতিবিদ দের কথা বাদই দিলাম ।তারা না হয় ক্ষমতায় যাবার আশায়,অথবা তা আজীবনের জন্য মৌরসীপাট্টা করার আশায় মারামারি,খিস্তিখেউড় করে চলেছে সারাক্ষন।কিন্তু আমাদের বুদ্ধিজীবিরা ?এদের মত বিচিত্র জীব তামাম দুনিয়ায় আর আছে কিনা সন্দেহ !রাজনীতিবিদরা যেমন বুঝতে অক্ষম দেশে অন্ধ আওয়ামী-বিনপি ছাড়া ও আর কিছু মানুষ আছে ।যাদের সংখ্যা ও নেহায়েত কম নয় । যারা ভোটের সময় প্রয়োগ করতে পারে তাদের অস্ত্র।এদের কে হেলাফেলা করা উচিত নয়।তেমনি দলীয় বুদ্ধিজীবিরা ও অহরহ যার যার দলের নামগান করতে করতে মুখে ফেনা তুলে বেহুশ হয়ে আছেন।এদের অপ তৎপরতা আর দিন কে রাত করার কসরত দেখলে গোয়েবলস ও লজ্জা পাবে ।

একুশে অগাস্টের পর কত তামাশা আর নাটক যে মঞ্চত্ব হতে দেখছি।প্রধানমন্ত্রীর সংলাপ প্রস্তাবের বিরুদ্ধে আওয়ামী বুদ্ধিজীবিদের জেহাদ ঘোষনা করতে দেখলাম। আবার আমাদের প্রধানমন্ত্রী এবং তেনার সাংগ-পাংগ রা এমন ভান করতে শুরু করলেন যেন,এই সংলাপ ই ছিল একমাত্র প্রাণ-ভোমরা !

এই দুই দল এবং তাদের পোষ্যদের কাঁনামাছি খেলা আমরা নীরিহ গোবেচারা ঘাস চিবানো পাবলিক দেখছি অহরহ।দেখা ছাড়া আমাদের কোন উপায় নেই যে ! ভয়াবহ গ্রেনেড হামলার পর পর ই ২৩শে অগাস্টের যুগান্তরে আবদুল গাফফার চৌধুরীর অসাধারণ লিখা পড়ে মুগ্ধ হয়েছিলাম । দেশের এই ক্রান্তিকালে এরকম লিখাই ত দরকার।যে লিখা মানুষের মনে সাহস যোগাবে । ভয়ানক বিপদে ও দিশাহারা না হয়ে কর্তব্য কর্ম বিষয়ে সজাগ ও সচেতন করে তুলবে। কিন্তু না।আমার সাময়িক এ ধারণা ও স্বস্তি ছিল ভুল !কারণ তার পর থেকেই দেখলাম সেই আগের মত একই লিখা,একই কথা। এদিকে সরকার পন্থি পত্রিকা পড়লে এবং সরকারি বুদ্ধিজীবিদের কথা শুনলে মনে হবে গ্রেনেড হামলা সহ যা কিছুই ঘটুক, সবেরই মুলে আছে কেষ্টাবেটা !অর্থাৎ আওয়ামীলীগ ।আহা কি আশ্চর্য !কি মহা তামাশার কথা ।তারা নিজেদের নেতা নেত্রী মেরে ক্ষমতায় যেতে চায় ! নিজেদের নিশ্চিহ্ন করে ক্ষমতার গদি নিয়ে টানাটানি।!এমন আজব কান্ড ও তাহলে ঘটে আমাদের প্রিয় বাংলায় ! তা ছাড়া আর কোথায়ই বা ঘটবে এমন সৃষ্টিছাড়া কায়-কারবার !

প্রথম আলো তে আসিফ নজরুল একটি কথা লিখেছেন। প্রসংগক্রমে তিনি উল্লেখ করেছেন, *সাভারে ধর্ষিত গৃহবধু তিন দিন ধরে ঝোপঝাড়ে পরে থেকে ক্ষীন কন্ঠে আর্তনাদ করেছেন* ***‘মরি নাই, আমারে বাচান’*** *।আমাদের প্রিয় মাতৃভুমি কি একই আর্তনাদ করছে না অনেক দিন ধরে ?আমাদের দুই নেত্রী কি শুনতে পান তা?’*

দুই নেত্রী এই আর্তনাদ শুনবেন,আর সেই অনুযায়ী ব্যবস্থাপত্র দিবেন তা কি এখন ও আশা করা,আর আহম্মকের স্বর্গে বাস করা একই কথা নয়?বাংলাদেশ তো আজ থেকে আর্তনাদ তুলছে না। যেদিন থেকে এই দেশের আকাশে বাতাসে ধর্মান্ধ মৌলবাদীরা বিষাক্ত নিঃশ্বাস ফেলছে,সেদিন থেকেই আমাদের প্রিয় ভূমি চিৎকার করছে ‘**কে কোথায় আছেন,আমাকে বাঁচান** ’ বলে। কেউ কি ফিরে তাকিয়েছে ?ক্ষমতায় যাওয়ার এবং ক্ষমতায় থাকার স্বার্থে আমরা কি দেখলাম নব্বই এরপর থেকে ?আগের কথা বাদই দিলাম।
এরশাদ শাহী শেষ হওয়ার পর আমাদের মনে ক্ষীন যে আশাটুকু জেগে ছিল, তা কি মরীচিকার মত মিলিয়ে যায় নি ?এই দেশের উর্বরা ভুমি তে আজ যে ফুলে ফেঁপে উঠা ধর্মান্ধতার এত বাড়-বাড়ন্ত,তার মূলে কারা আছে ?আজ কি সময় আসে নি এদের সবাইকে চিহ্নিত করে মুখোঁশ খুলে দেবার ?

সত্যি কথা বলতে কি আমাদের টিম-টিম করে জ্বলতে থাকা আশার দীপ টি কেন বার বার চোরাবালিতে হারিয়ে যায়,তা যদি ও আমরা জানি,কিন্তু মুখ দিয়ে স্বীকার করি না।না দলীয় বুদ্ধিজীবিরা,না তাদের অন্ধ-সমর্থকেরা ।কারণ তাতে যে তাদের ও অংশীদারিত্ব প্রমাণ হয়ে যাবে !অতএব থাক সব ধামাচাপা পরে ।কিন্তু তা কি সত্যি সত্যি থাকে কখন ও? কাদের পাপে দেশ আজ পাতালের অতলে তলিয়ে যাচ্ছে ? বিস্ময়ে বেদনায় বিমূঢ় হতে হয়,যখন পত্রিকার পাতায় খবর উঠে,জাহাংগীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থ-বিজ্ঞানের শিক্ষক মেয়েদের বোরখা না পরে ক্লাসে আসলে ক্লাস নেবেন না বলে ঘোষণা দেন।এই টুকুই বিশ্বাস করতে কষ্ট

হচ্ছিল।কিন্তু নাহ,আর ও আছে। এই শিক্ষক হিন্দু ছাত্র দের মুসলিম নামে ডাকেন,তাদের কলেমা পড়তে বলেন !!!এই লোক তো মাদ্রাসার শিক্ষক নয়। বা নয় কোন কাঠ মোল্লা। তবে ? গলদ কোথায় ?পদার্থ বিদ্যার একজন শিক্ষক এমন হতে পারে?এই লোক কি শিখেছে তা হলে?আর সব চেয়ে বড় কথা তার কাছ থেকে কি বিদ্যা শিখবে ছাত্ররা ? এ সব ঠান্ডা মাথায় ভাবলে ত শরীর হিম হয়ে আসে ভয়ে !তাহলে কি শেষ পর্যন্ত এরাই দখল করে নেবে সব কিছু ?পা থেকে মাথা পর্যন্ত চলে যাবে এদেরই দখলে ?পদার্থ বিজ্ঞান শিখে সে চিনল কি না বোরখা! বোরখার ভিতর যে কবরের অন্ধকার বিরাজ করে তা তার মত লোকের প্রিয় হতে পারে,কিন্তু কারো কে সে বাধ্য করতে পারে না সে কবরে প্রবেশ করাতে । এই অধিকার কেউ তাকে দেয় নি । এই লোক কি সুস্থ আদৌ ? সহস্র বছর পিছনে যে লোক তার গন্তব্য নির্ধারণ করে ,তার মস্তিস্কের সুস্থতা নিয়ে সন্দেহ হতেই পারে।তাকে আমরা নিরাপদ ভাবতে পারি না কিছুতেই !

এই দেশ কে নিয়ে এদের প্লান টা কি?হিন্দু দের কলেমা পড়ানো ,আর মেয়েদের খোঁয়াড়ে ঢোকানোর মিশন নিয়ে কি এরা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করেছে? সারা দেশে মসজিদ মাদ্রাসা ভিত্তিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গুলো ছাড়া আর কত গুলো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এরকম সর্বনাশী তৎপরতা চলছে তার কি কোন হিসাব আছে ?মেয়েরা আজ পড়াশোনার পাশাপাশি বাইরে বেড়িয়ে আসছে। কাজ করছে প্রায় সর্ব ক্ষেত্রে, অত্যন্ত নিষ্ঠার সংগে । দায়িত্বের সঙ্গে।মোট কথা ধীরে হলে ও মেয়েরা এগিয়ে যাচ্ছে। যার ইতিবাচক চাপ পড়ছে পরিবার থেকে সমাজ, দেশ সবর্ত্র। প্রত্যন্ত অঞ্চলের মেয়েরা কি অসীম সাহসে জীবন সংগ্রাম করে নানা ভাবে ঠিকে থাকার লড়াইয়ে জয় ছিনিয়ে আনছে । তা কি সব থেমে যাবে ?থামিয়ে দেবে কিছু ধর্ম ব্যবসায়ী আর ধর্মান্ধরা ?আমরা সবাই চেয়ে চেয়ে তা দেখব?এই দেশ আলখেল্লা ধারীতে ভরে গেছে ।ভরে যাচ্ছে ।কেন ,হঠাৎ করে কি হল ? আগে কি এ দেশে কোন ধর্ম কর্ম ছিল না ?ছিল বহাল তবিয়তেই।কিন্তু তার এ উগ্রচন্ডি রুপ ত ছিল না।ছিল স্নিগ্ধ মনোরম চেহারা।এ দেশের মাঠ-ঘাটে আর রাখালের বাঁশী শুনা যাবে না। শোনা যাবে না কৃষক বঁধূর চূড়ির রিনিঝিনি । নুপুর পায়ে ধানের আল পথ বেয়ে কিশোরী মেয়েটি দৌড়াবে না আর।কোন হিন্দু আর থাকবে না এ দেশে।শুধু সাদা কালো আলখেল্লারা ঘোরে বেড়াবে।ভাবতেই আমার,আমাদের হৃতকম্পন কি শুরু হয় না ?তখন কোথায় থাকবেন আমাদের সম্মানিত নেত্রীরা ?গদি তো গদি, কোথায় নিজেরাই ভেসে যাবেন,সে চিন্তা কি এখনই করা জরুরী নয় ?

এই দেশ টাকে নিয়ে কোথায় চলেছেন আমাদের নেতা নেত্রী আর বুদ্ধিজীবির দল ভাবতে অবাক লাগে ।কেউ চান আজীবনের জন্য মসনদ থাকবে **ম্যাডামের** দখলে আর কারো **আফা** বিনে গীত নেই।তিনিই হবেন এ দেশের মালিক মোক্তার ! দুই দলের ভাষায় এটাই নাকি গণতন্ত্র !নিজেরা পেলে সব ঠিক,অন্যে পেলেই 'আগুন জ্বালো গদীতে '(নাকি দেশে) !

আমরা আম পাবলিক কি তাদের কাছে এ টুকু আশা করতে পারি না যে,আপাতত চুলোচুলিটা স্থগিত রাখা হোক কিছু দিনের জন্য ।গণতন্ত্রের স্বার্থে এবং সর্বোপরি দেশের স্বার্থে।নিজেদের স্বার্থে ও বটে ! সবাই মিলে ঠিক করুন এই দু;স্বময় কি ভাবে মোকাবেলা করবেন।বাতাসে গদা ঘোরানো বন্ধ করুন।আর বন্ধ হোক একে অন্যের উপর দোষ চাপানোর খেলা।একটা কথা তাদের বুঝতে হবে ,এই চাপান উতোর খেলায় তাদের কে ব্যস্ত রেখে, আসল শত্রু নীরবে ,অতি গোপনে তার উদ্দেশ্য সাধন করে চলেছে ।ম্যাডাম যদি মনে করেন তিনি এদের কে দুধ-কলা খাইয়ে গদিতে থাকবেন পরম আরামে,তা হলে চরম ভুল করবেন। কারণ এরা তার রোজ লিপিষিটক যুক্ত চেহারাকে সহ্য করে যাচ্ছে নিজেদেরই গরজে।কাজ ফুড়ালে ম্যাডাম কেই আগে কতল করবে।একটি কথা এখন ও অনেকে হয়ত ভুলেন নি।ত্বত্তাবধায়ক সরকারের আন্দোলনে জামাতের সাথে যখন আওয়ামীলীগের একসাথে উঠাবসা,দহরম-মহরম চলছিল,তখন একদিন জামাতী এম পি দেলওয়ার হোসেন সাইদী ,ম্যাডাম কে কটাক্ষ করে বলেছিলেন **‘হাসিনা নামায কালাম পড়েন,প্রতিদিন সকালে তিনি কোরাণ তেলাওয়াত করেন,অন্যদিকে খালেদা সাজগোজ নিয়ে ব্যস্ত থাকেন,নামায রোযা করেন না** ’ ।কথা টি একটু এদিক সেদিক হতে পারে,কিন্তু মোদ্দা কথা ছিল তাই।অতএব নামায কালামের দৌলতে আপা যদি ও পার পেয়ে যান,ম্যাডাম হয়ত তাও পাবেন না আখেরে !আমা ছালা দুই ই যাবে ।

এখন ও সময় একেবারে ফুরিয়ে যায় নি হয়ত। ধর্মীয় মৌলবাদ আর তাদের সন্ত্রাসীদের শেকর বাকর শক্ত হাতে কেটে দিন। একে থামান যে কোন মুল্যে । নিজেরা জাহান্নামে যেতে চান যান,কিন্তু দেশটাকে সাথে নিয়ে যাবেন না প্লীজ ! এই দেশের মানুষ গুলোকে রেহাই দিন।তাদের বাঁচতে দিন ।

কল্যান হোক সবার

nondinihussain@gmail.com

২৬।০৯।২০০৪